দৈনিক খবর

006

তারিখ 08 JAN 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

চট্টগ্রাম ভার্সিটি খোলার আগেই আবার বন্ধ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ৭ই জানুয়ারী।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বেই পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতি এই ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার আহবান জানিয়েছে।

গতকাল গভীর রাতে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী অনিবার্য কারণবশতঃ বন্ধ ঘোষণার আদেশ জারি করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে উপাচার্যকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি এই আদেশ দেন। পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী শনিবার থেকে ক্লাস শুরু এবং আজ থেকে আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়ার কথা ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী হলের কাছে দু'জন বহিরাগত গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কর্তৃপক্ষের এই আকস্মিক ঘোষণায় বহু ছাত্র-ছাত্রী শহরে আটকা পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আজ চট্টগ্রাম পৌঁছে বন্ধ ঘোষণার খবর শুনে হতবাক হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ পুনরায় বাড়ী ফিরে গেছে। অন্যরা

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শহরের বিভিন্ন হোটেলে এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

আজ উপাচার্যের শহরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত প্রায় ৬ ঘন্টাব্যাপী সিণ্ডিকেটের জরুরী সভায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় একটি বিষয় নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানায় এবং ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের অঙ্গীকার ঘোষণা করে। সিণ্ডিকেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রক্টর এবং প্রভোস্টবৃন্দ ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবেন। সিণ্ডিকেটের আজকের মুলতবী সভা কাল পুনরায় শুরু হবে এবং সেখানে সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাহী পরিষদের আজ এক জরুরী সভায় সিণ্ডিকেটে আলোচনা না করে উপাচার্য কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাকে অগণতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করা হয়। সভায় বলা হয়, বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর ধরে কার্যতঃ অচল অবস্থা বিরাজ করছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত ৩১শে ডিসেম্বরে সিণ্ডিকেট সভার অনুরোধের প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমিতি তাদের ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত ১০ই জানুয়ারী থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে।

এদিকে ইসলামী ছাত্র শিবির এক বিবৃতিতে ক্যাম্পাস থেকে বহিরাগতদের বের করে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহবান জানিয়েছে।